তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৫

**বান্দরবানে ফানুস উড়িয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রবারণা পূর্ণিমার**

**আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পার্বত্য মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং আজ বান্দরবান জেলা সদর রাজার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমার মাহা ওয়াগোয়াই পোয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরে তিনি এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

মন্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এ মহতি উৎসবের মাধ্যমে সকল ধর্মাবলম্বীদের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি ধর্মীয় উৎসবসমূহ সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করার কাজে সকলের সহযোগিতা চান। মন্ত্রী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার কাজে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার পাল, বান্দরবান পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিটের প্রকল্প পরিচালক আব্দুল আজিজসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/এনায়েত/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৪

**মহানবী (সা.) এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মানুষের**

**ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবতার মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে।

আজ ঢাকায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহানবী (সা.) এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হয়ে উঠবে উন্নত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময়। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণে প্রদত্ত নির্দেশ আমাদের দেশের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে দৃষ্টান্ত রয়েছে তাকে আরো সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে শিক্ষা দেয়।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১৯৭৩ সালে প্রধান অতিথি হিসেবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিলের উদ্বোধন করে বিশ্বনবী (সা.) এর আদর্শ প্রচার ও দ্বিনী খেদমতের এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়ে আসছে।

পরে প্রতিমন্ত্রী ‘পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরি স্মরণিকা’র মোড়ক উন্মোচন করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার। অনুষ্ঠানে আলোচক অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অভ্‌ গভর্নরসের গভর্নর মওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও দারুল উলুম রামপুরা বনশ্রী মাদরাসার মুহতামিম শাইখুল হাদিস মওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

 এর আগে বাদ আসর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে আয়োজিত মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলার উদ্বোধন করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। এই মেলায় ৬৪টি স্টল রয়েছে। মেলার সকল বই ৩৫ শতাংশ কমিশনে পাওয়া যাবে। মেলা চলবে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

#

আনোয়ার/এনায়েত/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৩

**আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৬৪টি প্রোগ্রামিং দলের ৬৪০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা অঞ্চলের চ্যম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নট স্ট্রং এনাফ।

আজ ঢাকায় মিরপুরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)-তে আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (আইসিপিসি) এশিয়া ঢাকা রিজিওনাল কনটেস্ট ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেয়া হয়।

এছাড়া রানার্স আপ হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েট পটেটোস ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দল কেজ ডভিডি। এছাড়াও বিজয় অর্জন করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইনারি গেমস, রুয়েট আফ্টার মার্ক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল নেগেটিভ আইকিউ, ডুয়েটের নট স্ট্রং এনাফ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্নেজ, বুয়েট পটেটোস, শাস্ট লেভিস স্কোয়াড, কুয়েটের ইফারভিসেন্ট।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিইউবিটিকে ক্যাশলেস, পেপারলেস ও স্মার্ট ক্যাম্পাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য আইসিটি বিভাগ সহযোগিতা করবে। কারণ, বিইউবিটি প্রবলেম ক্রিয়েটর নয়, প্রবলেম সলভার। তারা ইতি মধ্যেই ৩টি অ্যাপ তৈরি করেছে। এই অ্যাপ ছড়িয়ে দিতে তাদের ১ থেকে ১০ লাখ টাকা গ্র্যান্ট দেয়া হবে। এখানে একটি ইন্টারনেট অভ্‌ থিংকস ল্যাব স্থাপন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর কন্যা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সেই স্বপ্ন পূরণ করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আইসিপিসি গ্রান্ড ফিনালের হোস্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ। আগামী ৬ থেকে ১১ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এই অনুষ্ঠান।

বিইউবিটি ভিসি ড. মোঃ ফাইয়াজ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা অঞ্চলের চেয়ার ড. মোহাম্মাদ আলী নূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক
ড. মোহাম্মাদ কায়কোবাদ, বিউবিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারমান আবু সালেহ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আবুল এল হক, আইসিপিসি ফাইনাল বিচারক শাহরিয়ার মঞ্জুর ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর আলম।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

শহিদুল/এনায়েত/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫২

**‍‍‍ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা না থাকলে জাতি পিছিয়ে পড়বে**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আরো বেশি মনোনিবেশ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা না থাকলে উন্নত বিশ্ব হতে জাতি অনেক পিছিয়ে পড়বে।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন ।

মন্ত্রী বলেন, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ইতিহাসের অংশ নয়, ইতিহাস সৃষ্টি করে। এক সময় ছিল যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির বিবেক হিসেবে কাজ করতো, ক্রান্তিকালে জাতিকে নির্দেশিত করত। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ বাংলাদেশের ইতিহাসের মোর ঘুরানো সকল আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই নেতৃত্ব দিয়েছে ।

মন্ত্রী বলেন, তিনি নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অর্জনে গর্ববোধ করেন। বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকতে তিনি অনুরোধ করেন।

এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, সাবেক আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, মহাসচিব মোল্লা মোহাম্মাদ আবু কাওছারসহ কার্যনিবাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সংগঠনের আজীবন সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/পাশা/এনায়েত/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫১

**বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

 বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 আজ রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এফবিসিসিআই আয়োজিত ‘টেকসই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা সক্রিয়করণ’ (Enabling Policy for Sustainable Plastic Waste Management) শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী জানান, মানুষের আয় বাড়ার সাথে সাথে ভোগ বেড়েছে। যার ফলে আগের তুলনায় অধিক পরিমাণে ময়লা-আবর্জনা উৎপন্ন হচ্ছে। আর এসব বর্জ্য শুধু শহরে নয় বরং গ্রামগঞ্জেও উৎপন্ন হচ্ছে। আগের তুলনায় অধিক মাত্রায় বর্জ্য উৎপন্ন হওয়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, দেশে উৎপন্ন সকল ধরনের বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করছি খুব শিগগিরই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। আর এই প্রক্রিয়া শুরু হলে দেশে বর্জ্য সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হবে।

 মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এর জন্য বিভিন্ন মডেল আছে। উন্নত দেশের মডেল অনুসরণ করে আমাদের দেশেও অনুরূপভাবে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা এবং মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আমাদের দেশের জন্য কার্যকর সেই মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, প্রতিটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে পলিথিন বা অন্য কোনো ব্যাগ দেয়া হয় যার জন্য গৃহস্থালি বর্জ্য বেশি উৎপন্ন হচ্ছে। পলিথিন চাইলেই একদিনে বন্ধ করা যাবে না। আবার পাটের ব্যাগ মানুষের হাতে ধরিয়ে দেয়া যাবে না। প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকেও হঠাৎ করে নিষিদ্ধ করা যাবে না। তাহলে বিকল্প কি! এটি নিয়ে কাজ করতে হবে। বর্জ্য ডিসপোসাল করার জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এর ফলে সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ করতে পথ নকশা তৈরি করা হয়েছে। আর এই পথ নকশা পরিকল্পিত এবং সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। এছাড়া, এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন, ইউনিলিভার বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জাভেদ আখতার, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস এন্ড ম্যানুফেকসার্স এক্সপোর্টার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ এবং নগর পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিগণ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

#

 হায়দার/পাশা/এনায়েত/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫০

**‍‍‍বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পথনাটক সম্মুখে থেকে লড়াই করেছে**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ‘৭৫ পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পথনাটক সম্মুখে থেকে লড়াই করেছে। তারা বরাবরই স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। পথনাটক সামাজিক অসঙ্গতি, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ আয়োজিত ‘শীতকালীন নিয়মিত মৌসুমী পথনাটক কর্মসূচি’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পথনাটকের সুবিধা হলো কোনো প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই যেকোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেকোনো স্থানে মঞ্চায়ন করা যায়। বিগত ২৮ বছর ধরে বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ নিয়মিতভাবে ‘শীতকালীন মৌসুমী পথনাটক কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করে আসছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পথনাটক পরিষদের সকল কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত থাকবে।

বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম। আলোচনা করেন বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের সহসভাপতি ড. রতন সিদ্দিকী ও নাট্যজন জাহাঙ্গীর হোসেন এবং নাট্যব্যক্তিত্ব মীর জাহিদ হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আহাম্মেদ গিয়াস। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ‘শীতকালীন নিয়মিত মৌসুমী পথনাটক কর্মসূচি’ এর আহ্বায়ক মোঃ শাহনেওয়াজ।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে ঢাকা জেলার সাভারস্থ ব্র্যাক সিডিএম সেন্টারে ব্র্যাক কুমন লিমিটেড আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক ASHR (Advanced Student Honor Roll) সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

ফয়সল/পাশা/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৯

**বিউবিটিতে মোবাইল এন্ড গেম টেস্টিং ল্যাব উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

 আজ রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ বিজনেস এন্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মোবাইল অ্যাপস এন্ড গেম টেস্টিং ল্যাব উদ্বোধন করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

 এসময় বিইউবিটি ভিসি ফাইয়াজ খান, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ড. শফিক, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড.শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও প্রযুক্তিবিদ ড. মুহাম্মাদ কায়কোবাদ উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের তত্ত্বাবধানে ল্যাবটিতে রয়েছে ১০টি বিশেষায়িত পিসি।

 অনুষ্ঠানে মোবাইল গেম প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত সারাদেশে ৮টি গেম টেস্টিং সেন্টার এবং ৩২ টি মোবাইল অ্যাপ ও গেম টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষাবিষয়ক ১০০ টি মোবাইল গেমসহ ৩০ টির বেশি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন করা হয়েছে। পরে প্রতিমন্ত্রী ল্যাবের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন।

#

শহিদুল/পাশা/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা,** ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৯৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৩ দশকি ৬০ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৮০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৪৪ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৭

**আগামী বছর থেকে ৩০০টি স্কুল অভ্‌ ফিউচারে কুমন শিক্ষাক্রম চালু করা হবে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

সাভার (ঢাকা), ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, জাপানি শিক্ষা মেথড কুমন দেশে ছড়িয়ে দিতে আগামী বছর থেকে আইসিটি বিভাগের ৩০০টি স্কুল অভ্‌ ফিউচারে কুমন শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। এছাড়া ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবেও চালু করা হবে আনন্দদায়ক এই শিক্ষা।

আজ সাভারের বিরুলিয়ায় ব্র্যাক সিডিএম এ জাপানি শিক্ষা মেথড ‘ব্র্যাক কুমন’ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক বিজয়ী এবং অন্যান্যের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী গানে গানে শিশুদের জন্য সবুজ বাগান গড়ে তোলার প্রত্যয় জানিয়ে বিরুলিয়ার বিসিডিএম সেন্টারে কুমন জয়ীদের অনুপ্রাণিত করেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ব্র্যাকের প্রধান নির্বাহী আসিফ সালেহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সারওয়াত আবেদ।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাপানি নাগরিক তরু কুমন ‘কুমন’ পদ্ধতির প্রবক্তা। তার ছেলে তাকেশি গণিতে দুর্বল ছিলেন বলে তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ গণিত শিক্ষক ১৯৫৮ সালে অভিনব এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সহজে গণিত ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে পারে। বিভিন্ন ধাপ বা লেভেলে শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে এ পদ্ধতিতে এগিয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বের ৬০টি দেশের ৪০ লাখ শিক্ষার্থী কুমন পদ্ধতিতে গণিত ও ইংরেজিতে দক্ষতা লাভ করছে বলেও তিনি জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, আমি আশা করছি জাপানি কুমন ম্যাথডের শিক্ষা পদ্ধতিটি জাতীয় পাঠ্যক্রমেও গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যৎ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে মডেল হিসেবে প্রমাণিত হবে বলেও তিনি জানান। অনুষ্ঠানে ‘সত্য সুন্দর’ রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে জাপানি রাষ্ট্রদূত শিশুদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয় ব্র্যাকের সহায়তায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ফ্যাবলেট আর সাইলেন্স পেনের মাধ্যমে সম্প্রতি চট্টগ্রামের হালুয়াঘাটেও শুরু হয়েছে এ জাপানি শিক্ষা মেথড ডিজিটাল কুমন।

উল্লেখ্য, দেশের ৪টি ব্র্যাক কুমন স্কুলের ৮৪ জনকে স্বর্ণপদকসহ ৩৩০ জনকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#

শহিদুল/পাশা/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৬

**সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কাজ করছে**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এজেন্ডা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য সবুজ বৃদ্ধির পথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন এবং সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সুযোগ। সরকার বেশ কিছু আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতি এবং সবুজ বৃদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই চ্যালেঞ্জে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছে।

আজ ঢাকায় বনানীতে শেরাটন হোটেলে আয়োজিত ‘টেকসই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি সক্রিয়করণ’ শীর্ষক সেমিনারে পরিবেশমন্ত্রী এ কথা বলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, নিয়ন্ত্রণহীন প্লাস্টিক বর্জ্য মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং সব ইকোসিস্টেমের ওপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রদ, খাল, নদীতে এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে চলে যায়। মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করছে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। তিনি বলেন, প্লাস্টিক পরোক্ষভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূমিকা রাখছে।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার ‘বাংলাদেশে টেকসই প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টের জন্য মাল্টিসেক্টরাল অ্যাকশন প্ল্যান’ চূড়ান্ত করেছে। টেকসই প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টের জন্য ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান একটি 3R কৌশলের ভিত্তিতে প্লাস্টিকের সার্কুলার ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে: হ্রাস করুন, পুনরায় ব্যবহার করুন, পুনচক্রায়ন করুন। একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি, সামাজিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন মূল্য শৃঙ্খল, দক্ষতা, উদ্ভাবনী পণ্য এবং পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করবে।

শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বন্ধ করার জন্য একটি রোডম্যাপ অনুমোদন করেছে। সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা জোরদার করতে হবে যাতে আমরা আমাদের এসংক্রান্ত জাতীয় গাইডিং নীতির চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের কোথাও আমাদের দেশের মতো প্লাস্টিক পলিথিন পড়ে থাকতে দেখা যায় না, তাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতার বিকল্প নেই।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এবং এফবিসিসিআই এর সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

#

দীপংকর/ মেহেদী/জুলফিকার/মাসুম/২০২২/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৫

**বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের** **কাউন্সিলরের মৃত্যুতে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী’র শোক**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মোঃ মোশাররফ আলী খান বাদশার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

আজ এক শোক বার্তায় প্রতিমন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

গিয়াস/মেহেদী/জুলফিকার/মাসুম/২০২২/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৪

**মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেটের সাথে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক**

**ওয়াশিংটন ডিসি, ৮ অক্টোবর :**

**পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম গতকাল ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্টেট ডিপার্টমেন্টে মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট ওয়েন্ডি আর শেরম্যানের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক এবং অভিন্ন বৈশ্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে আলোচনা হয়।**

**প্রতিমন্ত্রী কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় প্রায় ৮৮ মিলিয়ন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ডোজ সরবরাহ করে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব সহায়তার জন্য মার্কিন সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে দেশটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।**

**শাহরিয়ার আলম এলডিসি বিষয়ে ডব্লিউটিও-তে মার্কিন সহায়তা কামনা করেন, যাতে বাংলাদেশের মতো দেশসমুহ একটি সুষ্ঠু এবং টেকসই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন অর্জন করতে পারে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আসন্ন ২৭তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে** (COP27) **একটি কর্মমুখী আলোচনার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।**

**মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি তার বক্তব্যের শুরুতে সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অবদানের প্রশংসা করেন।**

**তিনি বাংলাদেশের উচ্চ কোভিড-১৯ টিকার হার এবং মহামারী মোকাবিলায় ও নিয়ন্ত্রণে সরকার গৃহীত পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন। ওয়েন্ডি আর শেরম্যান জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং COP27-এর আগে ‘গ্লোবাল মিথেন প্লেজ’এ যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রতি আহবান জানান।**

**র‌্যাব ও এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী মার্কিন সরকারের প্রতি যত দ্রুত সম্ভব এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। ডেপুটি সেক্রেটারি শেরম্যান সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাথে অব্যাহত সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।**

**বাংলাদেশের শ্রম খাতে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে ডেপুটি সেক্রেটারি শেরম্যান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন। ইউক্রেন যুদ্ধ, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়গুলোও আলোচনায় স্থান পায়।**

**প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে অবিলম্বে ফেরত পাঠানোর জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিমন্ত্রী আলম বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বহিঃসমর্পন চুক্তি সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।**

**পরে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর** Rear Admiral Eileen Laubacher **ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।**

#

মেহেদী/জুলফিকার/মাসুম/২০২২/১০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪০৪৩

**মানব সভ্যতায় মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা**

 **-ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মানব সভ্যতার সুবিস্তৃত ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় নবী করীম (সা.) এর আবির্ভাব এক অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, ‘রাহমাতুল্লিল আ’লামিন’ তথা সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ধানমন্ডির একটি মসজিদে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও শিশু-কিশোরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ফরিদুল হক খান বলেন, আমাদের প্রিয়নবী (সা.) ছিলেন বিশ্ব শান্তি, মানবতা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শক। তাঁর মাধ্যমে ইসলাম লাভ করেছে পরিপূর্ণতা।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি বিশ্বাস করি, মহানবী (সা.) এর ক্ষমা ও উদারতা, নারী জাতির প্রতি সম্মান, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব দান, অমুসলিম বা চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের নিরাপত্তা, সুশাসন, মানবিক আচরণ, কল্যাণ ভাবনা, শান্তি ও যুদ্ধনীতি, মদীনা সনদ, হুদাইবিয়ার সন্ধি ও রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের চেতনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা যদি আমাদের কর্ম-পন্থা নির্ধারণ করি, তবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হয়ে উঠবে শান্তি ও কল্যাণময়। হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হবে আরো সুসংহত ও সুদৃঢ়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী সঠিকভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কোরআন তেলওয়াতের ব্যবস্থা করেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), শবে ক্বদর ও শবে বরাতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন, মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড পুন:গঠন ও সম্প্রসারণ করে ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান হিসেবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সারাদেশে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ, হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণ ও সুযোগ সুবিধাবৃদ্ধি, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মসজিদ পাঠাগার ও ১০১০টি দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, দাওরা হাদিসকে মাস্টার্স এর সমমান প্রদান, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন।

মসজিদ উত তাকওয়া সোসাইটির সভাপতি একেএম রেজাউল হক এর সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সোসাইটির উপদেষ্টা বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক এসএম নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন বিশ্ব বিজয়ী হাফেজ জাকারিয়া। সিরাত বিষয়ে আলোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন মসজিদের খতিব মাওলানা ইউসুফ আব্দুল মজিদ, মসজিদ উত তাকওয়া এর খতিব মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

#

আনোয়ার/মেহেদী/জুলফিকার/মানসুরা/ ২০২২/১০১০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪২

**শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ অক্টোবর ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা’ ও ‘কঠিন চীবর দান’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা’ ও ‘কঠিন চীবর দান’ উপলক্ষ্যে আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহামতি গৌতম বুদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময় বিশ্ব গঠনে আজীবন সাম্য, মৈত্রী, মানবতা ও শান্তির অমীয় বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁর আদর্শ ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ। বুদ্ধের অহিংস বাণী ও জীবপ্রেম আজও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিশ্বে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

‘চীবর’ হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র। কঠিন চীবর দানকে বলা হয় দানশ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণে এ দানোৎসব সকলের মধ্যে গড়ে তোলে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি। ত্যাগ, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা আর কঠোর ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে উদযাপিত ‘কঠিন চীবর দান’ ভক্তদের বৌদ্ধের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে হাজার বছরের বৌদ্ধ ঐতিহ্য। এ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। আমি আশা করি, যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় ‘কঠিন চীবর দান’ উদযাপনের মাধ্যমে বৌদ্ধ সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল ধরে বয়ে চলা এ সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের সকলের দায়িত্ব সম্প্রীতির এই ধারা অব্যাহত রেখে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করা। করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি। এর ফলে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা’ ও ‘কঠিন চীবর দান’ উৎসব সবার জন্য সুখ-শান্তি আর সাফল্য বয়ে আনুক- এ কামনা করি।

**জয় বাংলা।**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

হাসান/ মেহেদী/জুলফিকার/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪১

**ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ অক্টোবর ‘ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম এবং ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল তথা ‘ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)’ বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহ্‌কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ তা’আলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রাহমাতুল্লিল আ’লামীন’ তথা সারা জাহানের রহমত হিসেবে। নবী করিম (সা.)- কে বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি’ (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)। মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসত্তার চিরমুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে তিনি মুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানিয়ে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান ‘মদিনা সনদ’। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)- এর অনবদ্য ভূমিকার আরেকটি অনন্য স্মারক হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর অমিত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষকে যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষদের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মহানবী (সা.)- এর শান্তিপূর্ণ ‘মক্কা বিজয়’ মানব ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ও বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.)- কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ।

করোনা মহামারিসহ আজকের দ্বন্ধ-সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)- এর অনুপম জীবনাদর্শ, তার সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে বলে আমি মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। তাই ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়।

আমি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)- এর এই দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্‌ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ্‌ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন- আমিন।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/জুলফিকার/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪০৪০

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর) :

         রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ অক্টোবর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহ’কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

 সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজরিত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা’আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ‘রহমাতুল্লিল আ’লামীন’ তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল ‘সিরাজাম মূনিরা’ তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্হা। তাঁর আদর্শ ও বিচক্ষণতা বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে
সংঘাত-সংঘর্ষ নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

 আল্লাহ রাববুল আ’লামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্হ পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্হের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণ সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারী হয়ে থাকবে।

 বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান ‘মদীনা সনদ’ ছিল মহানবী (সাঃ) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সাঃ) এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

 #

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/মানসুরা/ ২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ